সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬১
WEEKLY BOOKLET: 461

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ৩৪ বছর আগের (১৯৯২) বয়ান

আহলে বাইতের ফযিলত

আহলে বাইত দ্বারা উদ্দেশ্য কারা? ০৪
পঁচিশবার পায়ে হেঁটে হজ্ব ১০
শুকনো গাছে তাজা খেজুর ০৭
ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আহ্‌লে বাইতের ফযিলত

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার পালনকর্তা! যে কেউ এই পুস্তিকা **"আহলে বাইতের ফযিলত"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে আহলে বাইতের ফয়যান দ্বারা খুব ধন্য করো এবং তাকে তার মা-বাবা ও পরিবারসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا نَسِيْتُمْ شَيْئًا فَصَلُّوْا عَلَيَّ تَذْكُرُوْهُ اِنْ شَآءَ الله অর্থাৎ যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো স্মরণে এসে যাবে। (আল ক্বউলুল বদী, পৃ: ৪২৭, হাদিস: ৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুহর্‌রম শরীফ এক পবিত্র ও হারাম মাস এবং এর ১০ তারিখে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। বিশেষ করে ৬১ হিজরীতে আশুরার দিন অনেক বেশি রক্তাক্ত এবং বেদনাদায়ক ঘটনা ঘঠেছে। আমাদের দেশে আশুরার দিনকে স্মরণ রাখার জন্য মানুষ অনেক কিছু পালন করে থাকে এবং নজর-নিয়াজের মাধ্যমে আহলে বাইতে

আতহারের জন্য বিশেষ ঈসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করে থাকে। আহলে বাইতে আতহারের শানকে আলোকিত করতে মসজিদে মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আহলে বাইতে আতহারের শানের কথা কীইবা বলবো! আ-লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাইজান মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আহলে বাইতের শানে খুব সুন্দর মানকাবাত লিখেছেন। যেটা আমার খুবই পছন্দ, বরকত লাভের জন্য এই মানকাবাতের কিছু পঙক্তি খেদমতে পেশ করা হলো।

باغِ جنّت کے ہیں بہرِ مَدح خوانِ اہلِ بیت　　تم کو مُژدہ نار کا اے دُشمنانِ اہلِ بیت
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں　　آیۂ تَطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت
ان کے گھر میں بے اِجازت جبرئیل آتے نہیں　　قَدر والے جانتے ہیں قدرو شانِ اہلِ بیت
رَزم کا میداں بنا ہے جلوہ گاہِ حُسن و عشق　　کربلا میں ہو رہا ہے اِمتحانِ اہلِ بیت
اے شَبابِ فَصلِ گُل یہ چل گئی کیسی ہوا　　کَٹ رہا ہے لہلہاتا بُوستانِ اہلِ بیت
کس شَقِی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے!　　دن دِہاڑے لُٹ رہا ہے کاروانِ اہلِ بیت
خُشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مِل جا فُرات　　خاک تجھ پر دیکھ تو سُوکھی زبانِ اہلِ بیت
تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں　　پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانِ اہلِ بیت
فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے　　حَشُر کا ہَنگامہ برپا ہے مِیانِ اہلِ بیت
وقتِ رخصت کہہ رہا ہے خاک میں مِلتا سُہاگ　　لو سلامِ آخری اے بیوگانِ اہلِ بیت
بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن!　　یوں کہا کرتے ہیں سُنّی داستانِ اہلِ بیت

বাগে জান্নাত কে হে বাহরে মাদহা খানে আহলে বাইত
তুম কো মুযদা নার কা এ দুশমনানে আহলে বাইত
উনকি পাকি কা খোদায়ে পাক করতাহে বয়াঁ
আয়ায়ে তাতহীর সে জাহির হে শানে আহলে বাইত
উনকি ঘর মে বে ইজাযত জিব্রাইল আতে নেহি
কদর ওয়ালে জানতে হে কদরো শানে আহলে বাইত
রযম কা ময়দান বানাহে জালওয়াহ গাহে হুসনো ও ইশক
কারবালা মে হো রাহা হে ইমতিহানে আহলে বাইত
এ শাবাবে ফসলে গুল ইয়ে চল গেয়ি কেইসি হাওয়া
কাট রাহাহে লহলহাতা বোস্তানে আহলে বাইত
কিস শাকী কি হে হুকুমত হায়ে কিয়া আন্ধের হে
দিন ধেয়াড়ে লুট রাহাহে কারওয়ানে আহলে বাইত
খুশক হো জা খাক হো কর খাক মে মিল যা ফুরাত
খাক তুঝ পর দেখ তো সুখি যবানে আহলে বাইত
তেরি কুদরত জানোওয়ার তাক আব সে সায়রাব হো
পিয়াস কি শিদ্দত সে তাড়পে হে যবানে আহলে বাইত
ফাতেমা কে লাডলে কা আখেরী দীদার হে
হাশর কা হাঙ্গামা বরপা হে মিয়ানে আহলে বাইত
ওয়াক্তে রুখসত কেহ রাহাহে খাক মে মিলতা সোহাগ
লও সালামে আখেরী এ বিওগানে আহলে বাইত
বে আদব গুস্তাখ ফিরকা কো শুনাদো এ হাসান
ইউ কাহা করতে হে সুন্নী দাস্তানে আহলে বাইত

(যওকে নাত, পৃ: ১০০-১০৩)

হে আশিকানে আহলে বাইত! আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে আহলে বাইতে আতহারের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের শানে এই আয়াত নাযিল করেছেন।

www.dawateislami.net

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ-যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

হযরত আমর বিন সুলাইম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: এটা আয়াতে তাতহীর (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনাকারী আয়াত) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর ঘরে এই আয়াত নাযিল হয়েছে এবং যখন এই আয়াতে মুবারাকা নাযিল হয় তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত হাসনাইনে কারীমাঈন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এবং বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا কে ডাকলেন, তাঁদের তিনজনকে আপন চাদর মুবারকে ঢেকে নিলেন এবং দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত! তাঁদের থেকে নাপাকি দূর করে দাও এবং তাঁদেরকে পবিত্র করে দাও। ওই সময় মাওলা মুশকিল কুশা আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মুবারকের পেছনে ছিলেন। (তিরমীযি, ৫/১৪১, হাদিস: ৩২১৬)

আহলে বাইত দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?

আহলে বাইত দ্বারা উদ্দেশ্য কারা? এই প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মাহাতুল মুমিনীন, বিবি ফাতেমা, মাওলা আলী এবং হাসনাঈনে কারীমাঈন رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن।

(তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৩৩, পৃ: ৭৮০)

আয়াতে তাতহীরের দিকে ইঙ্গিত করে মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুব সুন্দর বলেছেন:

ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بَیاں　　آیۂ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت

উনকি পাকি কা খোদায়ে পাক করতা হে বয়াঁ
আয়ায়ে তাতহীর সে যাহির হে শানে আহলে বাইত

শ্রেষ্ঠত্বের বিন্যাস

হে আশিকানে রাসূল! যাদের শান হলো এটাই যে, তাঁদের ঘরে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام ও অনুমতি বিহীন প্রবেশ করেন না। তাঁদের সাথে লোকেরা কেমন আচরণ করেছে! দুনিয়ার ভালোবাসা, দুনিয়া পূজারী এবং নিজের কর্তৃত্ব বাঁচানোর জন্য তাঁদের উপর জুলুমের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছে।

হাসনাঈনে কারীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মর্যাদা অনেক উপরে কিন্তু আমরা আহলে সুন্নাতের মতে পদমর্যাদার দিক দিয়ে কিছুটা এরুপ:

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন (যদিওবা তাঁদের মধ্যে কেউ নিম্ন নয়) সকল সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতি। নবী ও রাসূলের পর, সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মানুষ, জিন ও ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সিদ্দিকে আকবর, এরপর ওমর ফারুকে আযম, এরপর উসমান গণী, এরপর মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ। যে ব্যাক্তি মাওলা আলীকে হযরত সিদ্দিকে আকবর বা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে শ্রেষ্ঠ বলে, সে গোমরাহ, বদ-মাযহাব। চার খোলাফায়ে রাশেদীনের পর বাকী দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত ও হযরতে হাসনাঈন ও আসহাবে বদর ও আসহাবে বায়আতে রিদওয়ান শ্রেষ্ঠ। (বাহারে শরীয়ত, ১/২৪১-২৪৯-২৫৪, অংশ: ১)

শানে হাসনাঈনে কারীমাইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে বান্দা (আল্লাহ পাকের) যত প্রিয় হয়, তার পরীক্ষা তত কঠিন হয়, এছাড়া যতই মর্যাদা বাড়তে থাকে ততই পরীক্ষা কঠিনতর হতে থাকে, এটাকে এইভাবে বুঝুন! প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ক্লাসের পরীক্ষা ততটা কঠিন হয় না কিন্তু মেট্রিক এবং এর পরের ক্লাসের পরীক্ষা খুব বেশি কঠিন হয়, সুতরাং এইভাবে যত ক্লাস উপরে হয়ে থাকে পরীক্ষাও তত কঠিন হয়ে থাকে। আর কঠিন পরীক্ষার পর যে সনদ পাওয়া যায় সেটার গুরুত্বও তত বেশি হয়ে থাকে। হযরতে হাসনাঈনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর পরীক্ষাও বড়ই কঠিন ছিল, তাঁরা তাঁদের পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। আল্লাহ পাক হযরতে হাসনাঈনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের মর্যাদার ব্যাপারে অনেক রেওয়ায়েত এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনা রয়েছে, বরকত লাভের জন্য তন্মধ্যে হতে কিছু খেদমতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

কান্নার আওয়াজ শুনে চলে আসলেন

শৈশবে একদিন সৈয়্যদুশ শোহাদা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কান্নার আওয়াজ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কান মুবারকে পৌঁছে, তখন তিনি সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে তাশরিফ আনলেন এবং বললেন: কন্যা! তাঁকে কাঁদিয়ো না, কারণ সে কান্না করলে আমার হৃদয়ে ব্যথা হয়। (মু'জামু কবীর, ৩/১১৬, হাদিস: ২৮৪৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরতে হাসনাঈনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আল্লাহ পাকের দরবারে খুব বেশি মকবুল ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁদের সীমাহীন ভালোবাসতেন। উভয় হযরতের

জীবন আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণেই অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যেই মুসলমান আকীদার বিশুদ্ধতার পাশাপাশি এই দুই শাহজাদাকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসবে اِنۡ شَآءَ الله তার ভাগ্যও চমকে উঠবে।

শুকনো গাছে তাজা খেজুর

হে আশিকানে রাসূল! হযরতে হাসনাঈনে কারীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا পরহেযগারী ও দানশীলতার দিক দিয়েও নিজেদের উপমা তারা নিজেই ছিলেন। এর পাশাপাশি এই হযরতগণ কারামতের অধিকারীও ছিলেন, অতঃপর একবার হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সফরের সময় খেজুরের এমন এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেটার সকল খেজুর গাছ শুকিয়ে গিয়েছিল, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا ও ওই সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ওই বাগানে অবস্থান করলেন, খাদেমরা একটি শুকনো গাছের নিচে বিশ্রামের জন্য বিছানা বিছালেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا আরজ করলেন: হে নবী দৌহিত্র! হায়! যদি এই শুকনো গাছে তাজা খেজুর হতো তবে আমরা পেট ভরে খেতাম, এটা শুনে হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নিচু আওয়াজে কোন এক দোয়া পড়লেন, যেটার বরকতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শুকনো গাছ সতেজ ও তরতাজা হয়ে গেল এবং তার মধ্যে তাজা পাকা খেজুরও এসে গেলো। এই দৃশ্য দেখে একজন উট হাঁকানো (রাখাল) ব্যক্তি বলতে লাগল, এগুলো সব জাদুর কারিশমা, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন, তাওবা করো, এটা জাদু নয় বরং রাসূল শাহজাদার মকবুল দোয়া। (শাওয়াহিদুন নবুয়া, পৃ: ২২৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এত বড় মহান মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়ার পরেও হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন, অতঃপর

হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর অঝোর নয়নে কান্না

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক রাতে আমি খানায়ে কাবায় ইবাদত করছিলাম, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি কম্বল দিয়ে নিজের মুখ ঢেখে কাবাতুল্লাহ শরীফের দরজায় এইভাবে কান্না করে করে দোয়া করছিলেন যে, যেভাবে একজন অনেক বড় গুনাহগার বা যার দ্বারা কোন বড় গুনাহ হয়ে যাওয়ার কারণে সে আল্লাহর ভয়ে কান্না করে করে তাওবা করে, যাই হোক ওই ব্যক্তি সারারাত চেহারার উপর কম্বল দিয়ে কান্না করতে রইল। আমি মনে করেছিলাম যে, এই বেচারা থেকে কোন বড় অপরাধ হয়ে গিয়েছে হয়তো এবং আমার তার উপর খুব মায়া হলো। যখন সে চলে যেতে লাগল আমি থাকতে পারলাম না এবং আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ভাই! একটু আপনার চেহারাটা দেখিয়ে দিন এবং নামটিও বলে দিন যাতে আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে পারি। আমার কথা শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর চেহারা থেকে চাঁদর সরালেন এবং বললেন: আমার নাম হাসান। যেহেতু হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে চিনতেন যেই মাত্র চেহারা দেখলেন তখন তো একেবারে চমকে গেলেন যে, ইনি তো সৈয়্যদুল আসখিয়া, রাকিবে দোশে মুস্তফা, নাওয়াসায়ে আহমদে মুজতাবা, ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ। হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি লজ্জিত হয়ে দৌড়ে গিয়ে উনার পায়ে পড়ে গেলাম, এবং আরজ করলাম, হুযুর! আপনি এত উঁচু পরিবারের বংশধর, আর আপনার ইবাদতের

কথা কীইবা বলবো। এতদসত্ত্বেও আপনি এইভাবে কান্নাকাটি করছেন। এটা শুনে হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ একেবার পুনরায় ভাবাবেগ হয়ে গেলেন এবং কান্না করে বলতে লাগলেন, হে হাসান বসরী! এটা হলো ওই দরবার যেখানে বড় বড় লোকেরা তাদের নিজেদের পা রাখতে ভয় পায়। আমার নানাজান নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার আম্মাজান কে কিছুটা এরূপ ইরশাদ করতেন হে ফাতেমা! এটা মনে করো না যে, তুমি আমার কন্যা বরং আমল করো, আমল করো, আমল করো। হে হাসান বসরী! খুব ভালোভাবে বুঝে নাও যে, যেখানে সায়্যিদাতুন নিসা, নুরে চশমে মুস্তফা, সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরার আমলের প্রয়োজন তবে আমি কী যোগ্যতা রাখি? হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার উপর ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ভাবাবেগ পূর্ণ কথা খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করল। আমার আওয়াজ বের হলো আর আমি বেহুশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলাম, যখন হুশ হলো তখন হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ফিরে গিয়েছিলেন। (আওরাকে গম, পৃ: ২৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কে এটা বলা যে, "আমল করো" প্রকৃত পক্ষে আমলের প্রতি তাকিদ এবং উৎসাহের জন্য ছিল, অন্যথায় এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবীরা গুনাহকারীদের শাফায়াত করবেন। (তিরমীযি, ৪/১৯৮, হাদিস: ২৪৪৪) যেহেতু কবীরা গুনাহকারীদের শাফায়াত করবেন, সুতরাং নিজের আহলে বাইতদের কিভাবে ছাড়বেন? আহলে বাইতে আতহারের শান তো এটাই যে, আমাদের মতো গুনাহগাররা তাঁদের আঁচলে আশ্রয় নিবো। মনে রাখবেন! যার শান যত বেশি তার আমলও তত বেশি। যাই হোক উম্মতের জন্য তাকিদ যে, তারা যেন কোনভাবেই নেক আমল বর্জন না করে।

পঁচিশবার পায়ে হেঁটে হজ্ব

হযরত ইমাম হাসান মুজতবা এবং হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا ২৫বার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছেন।

(মুস্তাদরাক, ৪/১৬০, হাদিস: ৪৮৪১। মু'জামু কবীর, ৩/১১৫, হাদিস: ২৮৪৪)

বাহন থাকা সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে কেন?

হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে কেউ একজন আরজ করল, বাহন থাকা সত্ত্বেও আপনি পায়ে হেঁটে কেন যান? তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমার লজ্জা হয় যে, আমি আমার মালিক ও মাওলার দরবারে আরোহী হয়ে হাজির হবো। (মারিফাতুস সাহাবা, ২/৭, হাদিস: ১৭৬৯)

গোলামদকে আযাদ করে দিলেন

একবার হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁর খাদিমকে খাবার আনার হুকুম দিলেন, যখন তিনি খাবার নিয়ে তাঁর নিকটে আসলেন, তখন হঠাৎ তিনি হোচট খান, যার কারণে ওই খাবার হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উপর গিয়ে পড়ে, এবং তাঁর কাপড় ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু ওই খাদেম কুরআনে পাক জানতেন, এই কারণে তার মুখ দিয়ে এই আয়াতে মুবারাকা বের হয়ে গেল,

وَالۡكٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ وَالۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ

(পারা: ৪, আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ক্রোধ সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা।

অর্থাৎ মুমিনের শান হলো এটাই যে, সে সংবরনকারী হয়, না সুযোগ সন্ধানী হয়, যেই মাত্র সুযোগ পাবে তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ নিবে, যেমনিভাবে

আমাদের মতো লোকদের রীতি হলো, যদি আমাদেরকে কেউ চার জন ব্যক্তির সামনে তিরস্কার করে তবে আমরা তাকে হাজার হাজার লোকের সামনে অপদস্ত করার চেষ্টা করি, অথচ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ নিজের নফসের জন্য কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। যাই হোক যখন খাদিম এই আয়াতে মুবারকাটি তিলাওয়াত করলেন তখন ওই মূহুর্তেই হযরত ইমাম হাসান رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মুখ মুবারক থেকে জারী হয়ে গেল, قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ অর্থাৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। খাদিম এটা শুনতেই আয়াতে মুবারাকার শেষ অংশ তিলাওয়াত করলেন:

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪, পারা: ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

এতে হযরত ইমাম হাসান رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বললেন: اَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর জন্য মুক্ত। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ৪, আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪, ২/৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! কাপড় নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হযরত ইমাম হাসান رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তাঁর খাদিমের প্রতি কি পরিমাণ সুন্দর আচরণ দেখালেন। চিন্তা করে দেখুন! যদি আমাদের সাথে আমাদের কোন চাকর বা শ্রমিকের সাথে ধাক্কা লেগে যায় তবে আমাদের মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ এই ধরনের বাক্য বের হয় "অন্ধ হয়ে গেছো? দেখে চলতে পারো না? এত তাড়াহুড়া করছো কেনো? তুমি আমার কাপড়ের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছো, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু মালিক তো এরূপ পরিস্থিতিতে দুই চারটি গালিও দিয়ে দেয়। আর এইভাবে চাকর অপরাধী হোক বা না হোক মালিক অবশ্যই গুনাহগার হয়ে যায়। দেখুন! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ কেমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইমাম হাসান رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তাঁর

খাদিমকে কত সুন্দর শাস্তি দিলেন যে, তাকে মুক্ত করে দিলেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওই পবিত্র সত্তাদের ফয়েয ও বরকত দ্বারা ধন্য করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে আহলে বাইত! হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا উভয়ই শাহজাদা অনেক বেশি সম্মানিত ছিলেন এবং তাঁদের পরীক্ষাও ততটা কঠিনতর ছিল, যেমন

বিষ দিয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে

হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বিষ দিয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, তাঁর ধৈর্যের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বিষ দাতার নাম উল্লেখ করেননি। কারণ সাক্ষী প্রয়োজন আর যদি সাক্ষী উপস্থাপন করা না যায় তবে ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। এই কারণে কারো উপর বিষ প্রয়োগের অভিযোগ করা যায় না, যাইহোক তিনি বিষ দাতার নাম উল্লেখ করেননি যে, কখনো না এমন হয়ে যায় যে, নিজের ধারণার ভিত্তিতে কারো নাম বলে দিব আর সে বিষ দিল না তবে সে বিনা কারণে শাস্তি পাবে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

শাহাদাতে আলী আসগর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

অন্যান্য শোহাদায়ে কারবালার পাশাপাশি কারবালার ময়দানে ছোট্ট আলী আসগরرَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও ছিলেন, ওই সময় যার বয়স ছিল ছয় মাস এবং পিপাসার কারণে তাঁর মুখ শুকিয়ে কাট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ইয়াজিদি সৈন্যদের উপর দূর্ভাগ্যতা প্রবল হলো এবং তাদের মধ্যে থেকে এক জালিম ও নির্দয় হারমালা বিন কাহিল নামক এক ব্যক্তি তীর চালালো, যেটা ছোট

আলী আসগরের কণ্ঠনালীতে গিয়ে পৌঁছলো, তাঁর উপর একটি কম্পন সৃষ্টি হলো এবং ধড়পড় করতে করতে শীতল হয়ে গেলেন। (আওরাকে গম, পৃ: ৪৮৭)

دیکھا جو یہ نظارا، کانپا ہے عرش سارا　　اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا

اے زمینِ کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا　　ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا

দেখা জো ইয়ে নাজারা, কাঁপা হে আরশ সারা
আসগর কে যব গলে পর জালিম নে তীর মারা
হে যমীনে কারবালা ইয়ে তো বাতা কিয়া হো গেয়া
নন্না আলী আসগর তেরী গোদী মে কেইসে সো গেয়া

হায়! কতই না বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল যে, ছয় মাসের বাচ্চাকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এটা কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছে, এছাড়াও ইমাম আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর যুবক সন্তান, হাম শেকলে মুস্তফা হযরত আলী আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, আপন ভাতিজা হযরত কাসিম বিন হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে এবং আপন দুই ভাগ্নে হযরত মুহাম্মদ ও হযরত আউন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে নিজের সামনে শহীদ হতে দেখেছেন এমনকি পুরো পরিবারকে নিজের সামনে কেটে যাওয়া অবস্থায় পড়তে দেখেছেন।

শাহাদাতে ইমাম আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এত কষ্টের মধ্যেও যদি ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, তখন মানুষ একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, এর অটলতার পায়ে বিন্দু পরিমাণ কম্পন আসেনি। আর তিনি তাঁর তলোওয়ার যুলফিকার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন, শত্রুরা ঘিরে

ফেললো, কষ্ট দিলো, অবশেষে সৈয়্যদুশ শোহাদা, রাকিবে দোশে মুস্তফা, ফাতেমার কলিজার টুকরা, মুস্তফার নয়নমনি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, ১০ই মুহর্‌রম শরীফ জুমার দিন যোহরের নামাযের পূর্বে তিনদিন ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত থাকার পর নিজের চোখের সামনে নিজের পরিবারের পুষ্পফুটিত ফুলগুলোকে মাটি ও রক্তের সাথে মিশ্রিত দেখে এবং তাঁদের শাহাদাতের কষ্ট সহ্য করে আহত অবস্থায় জমিনে পড়ে গেলেন। দুষ্ট শিমার তাঁর সীনা মুবারকে উঠে গেল। কাছাকাছিই ছিল যে, সে তাঁর মাথা মুবারক পবিত্র দেহ মুবারক থেকে আলাদা করতে কিন্তু তিনি তাকে বললেন: আমাকে আমার মালিকের দরবারে শেষ বারের মতো সিজদা করতে দাও। সে সীনা মুবারক থেকে নেমে গেল আর তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন, সিজদা অবস্থায়ই অভিশপ্ত শিমার তাঁর মাথা মুবারক শরীর মুবারক থেকে আলাদা করে দিল।

(আল কামিল ফিত তারিখ, ৩/৪৩০-৪৩২)

شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا   اور کوئی رہے سجدے میں پڑا
کہتی تھی زمینِ کرب وبلا   اس شان کا سجدہ کھیل نہیں

শামশীর বাকাফ কাতিল হো আউর কোয়ি রহে খাড়া সাজদে মে পড়া
কেহতি থি যমীনে করব উস শান কা সাজদা ও বালা খেল নেহি

হে সৈয়্যদুশ শোহাদা, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে মান্যকারী, তার নিয়ায আহারকারী ও আহার করানো ব্যক্তিরা, তোমরা যার নিয়ায বরকত লাভের জন্য খুব আগ্রহ সহকারে খাও, তিনি সিজদা অবস্থায় মাথা কাটিয়ে ছিলেন, সুতরাং শুধুমাত্র নিয়াজী হয়ো না নামাযীও হও। মনে রাখবেন! বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর ঈসালে সাওয়াবের জন্য যে খাবার রান্না করা হয় সেটাকে সম্মান করে নিয়ায বলা হয় এবং এমনটি বলাতে শরয়ীভাবে

কোন অসুবিধা নেই বরং একেবারে জায়িয। নিয়াযের খাবার আল্লাহ পাকের নামেই হয়ে থাকে কিন্তু যদি তা বুযুর্গানে দ্বীনের ঈসালে সাওয়াবের জন্য হয়ে থাকে তবে সেটা "নিয়ায"। আর যদি সাধারণ লোকদের জন্য হয় তবে তা "ফাতেহা" বলা হয়ে থাকে। আমরা সৈয়্যদুশ শোহাদার নিয়াযের খিচুড়ি খুব আগ্রহ ভরে খেয়ে থাকি। শরবত এবং ঠান্ডা পানি পান করি কিন্তু নামায কাযা করি অথচ ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ তিন দিন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে শহীদ হয়েছেন কিন্তু কারবালার ময়দানে যাথারীতি নামায আদায় করেছিলেন। যদিও ইমামে আলী মকাম পরীক্ষা অবস্থায় ছিলেন কিন্তু তারপরেও শেষ মূহুর্তে তিনি দুনিয়াকে শিক্ষা দিলেন যে, আমাকে ইয়াজিদ মাথা নত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি আমার পরিবারের সদস্যদের উৎসর্গ করে দিলাম এবং আমার নিজের রক্তের শেষ বিন্দুও প্রবাহিত করে দিলাম কিন্তু ইয়াজিদের সামনে মাথা নত করিনি বরং আমার রবের দরবারে সিজদায় অবনত হয়েছি।

হে আশিকানে আহলে বাইত! বুঝা গেলো মুমিন আল্লাহ পাক ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করে না, চাই কেউ যত জুলুম অত্যাচারের পাহাড় ভেঙ্গে ফেলুক, মুমিনে কামিল নিজেকে নিজে সামলাতে সফলকাম হয়ে যায়। যাইহোক ইমামে আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর প্রাপ্য ছিল এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফল হয়ে গেলেন। مَعَاذَ اللّٰه যদি ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ইয়াজিদের হাতে বায়আত করে নিতেন এবং তার সামনে মাথা নত করতেন তবে ভবিষ্যত উম্মতদের জন্য জালিমদের সামনে ঝুকে যাওয়াটা দলিল হয়ে যেতো কিন্তু তিনি ঝুকেননি। আর তিনি সত্য কালেমার সুউচ্চতা অব্যাহত রাখলেন, এমনকি শহীদ হয়ে চির স্থায়ী জীবন পেয়ে গেলেন। অবশেষে একটা সময় এটাও

আসলো যে, ইয়াজিদ এবং তার সৈন্যরা তছনছ হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল এবং আজ তাদের প্রতি সহমর্মিতা করার কেউ নেই কিন্তু اَلْحَمْدُ لِله ইমামে আলী মকাম, ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসার প্রদীপ কোটি কোটি মানুষের অন্তরে প্রজ্জলিত হয়ে আছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দ্বীনের জন্য কুরবানী দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মন-প্রাণ সম্পদ এমনকি ঘরের সকল কিছু আল্লাহ পাকের রাস্তায় কুরবান করে দিলেন অথচ আমরা তাঁর কুরবানীর কাহিনী শুনি, স্পৃহায় এসে স্লোগান দিয়ে থাকি অতঃপর দ্বীনের কাজ না করে শান্ত হয়ে বসে থাকি। আল্লাহ পাকের দয়া যে, ইসলাম আমাদের নিকট পর্যন্ত সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিন্তু এখন ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে হতে চলেছে। যদি আমাদের অবস্থা এটাই হয় তবে আমাদের উত্তরসূরীদের কী অবস্থা হবে? অনেক রাষ্ট্র এমন রয়েছে যেগুলো পূর্বে ইসলামের মারকায ছিল কিন্তু যখন মুসলমানরা উদাসীনতায় "দুনিয়ার" জীবনকে উদ্দেশ্য বানিয়েছে এবং শুধুমাত্র দুনিয়াবী জ্ঞানই অর্জন করেছে তখন দ্বীন থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণে সেখানকার অবস্থিত মসজিদে তালা পড়ে গেল। আজ আমাদের অবস্থা কিছুটা এমন আমরাও শুধুমাত্র দুনিয়ার ইলম অর্জন করছি, আমরা ছয় কালেমা এমনকি ঈমানে মুফাস্‌সাল এবং ঈমানে মুজমালও জানি না। নামায পড়ি কিন্তু নামাযের ফরজসমূহ আমাদের জানা নেই। অযু করি কিন্তু অযুর ফরয কি তা জানি না, এটাই অবস্থা অন্যান্য বিষয়েরও। সন্তানদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ না করার কারণে বর্তমান অবস্থা এটাই যে, যেই বাবা আমাদেরকে লালন-পালন করেছে তার জানাযা পড়াতে পারি না, কারণ সে মডার্ণ হয়ে থাকে। সে সঠিকভাবে নামায পড়তে পারে না, সে কখনো ভুলেও এটার প্রতি মনোযোগ দেয়নি যে, আমাকে জানাযার

দোয়া মুখস্ত করতে হবে। আর তার এটাও জানা নেই যে, জানাযার নামাযে কতটা তাকবীর বলা হয়? অনেক লোক যখন জানাযার নামায পড়তে দাড়ায় তখন বেচারা কোণা চোখে অপরজনের দিকে দেখে দেখে নামায সম্পন্ন করে। আর কিছু হতভাগা তাকবীরের সময় ঈদের নামাযের মতো কান পর্যন্ত হাত উঠায়। মৃত ব্যক্তির গোসলের সময় কিছু এমনই অবস্থা হয় যে, ঘরে বাবার লাশ রাখা আছে কিন্তু সন্তান গোসল দিতে পারছে না কারণ সে কখনো শিখেনি যে, মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে গোসল দিতে হয়? বাবাও কখনো সন্তানকে মৃত ব্যক্তির গোসল কিভাবে দিতে হয় তা শিখানোর উৎসাহ দেয়নি। অতঃপর বেচারার মারা যাওয়ার পর সেটার প্রতিদান ভোগ করতে হয়। যদি সন্তান বাবাকে গোসল দেয় তবে তার মাঝে ভাবাবেগ হবে, চিন্তা হবে, দরদ হবে এবং তার ইচ্ছা হবে যে, আমি আমার বাবাকে বেশি বেশি সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রেখে গোসল দিব, সুতরাং সেই উদ্দেশ্যের জন্য সে কিতাব থেকে গোসলের পদ্ধতি দেখে সে অনুসারে গোসল দিবে অথচ তার বিপরীতে অন্য কোন ব্যক্তি সুন্নাতের প্রতি ততটা গুরুত্ব দিবে না। অনুরুপভাবে সন্তান যদি বাবার জানাযা পড়ায় তবে তার চোখ থেকে অশ্রু ছলছল করবে এবং এর উপর ভাবাবেগের অবস্থা হবে অথচ অন্য কেউ এইভাবে ভাবাগের মাধ্যমে জানাযা পড়াবে না।

ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম

হে আশিকানে আহলে বাইত! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই কারণে কুরবানী দিয়েছেন যে, তিনি ইসলামকে চিরস্থায়ী থাকা এবং ইসলামের বৃক্ষটিকে সতেজ সবুজ দেখতে চাইতেন কিন্তু আফসোস! আমরা আমাদের হাতে সবকিছু ধ্বংস করে চলেছি। যেখানে আমাদের সকল

শিক্ষা, সকল ব্যবসা - বাণিজ্য এবং সকল জ্ঞান - বিজ্ঞান দুনিয়ার জন্য হয় সেখানে যদি! আমরা আমাদের সামান্য সময় এই ইসলামের জন্য বের করি যাকে বাঁচানোর জন্য ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ "সৈয়্যদুশ শোহাদা" উপাধি পেয়েছেন এবং নিজের রক্ত দিয়ে সেটার সেচ দিয়েছেন। হায়! আমরাও আমাদের সন্তানদেরকে, নিজের ঘর ও ব্যবসা বাণিজ্যকে ত্যাগ করা শিখে যেতাম এবং ইমামে আলী মকামের পদচিহ্নের উপর চলে আমরাও যেন দ্বীনের জন্য সফর করি। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈসালে সাওয়াবের জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হতে হবে, সুন্নাতের রাস্তায় চলতে হবে, নিজেকেও সুন্নাত শিখতে হবে এবং অন্যদেরকেও শিখাতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ইমামে আলী মকামের পদচিহ্নের উপর চলে ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করার স্পৃহা দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
আহলে বাইত দ্বারা উদ্দেশ্য কারা? ৪
শ্রেষ্ঠত্বের বিন্যাস ৫
শানে হাসনাঈনে কারীমাইন ৬
কান্নার আওয়াজ শুনে চলে আসলেন ৬
শুকনো গাছে তাজা খেজুর ৭
হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর অঝোর নয়নে কান্না..................... ৮
পঁচিশবার পায়ে হেঁটে হজ্ব...১০
বাহন থাকা সত্বেও পায়ে হেঁটে কেন?.................................১০
গোলামদকে আযাদ করে দিলেন ১০
বিষ দিয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে...................................১২
শাহাদাতে আলী আসগর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ...১২
শাহাদাতে ইমাম আলী মকাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ.......................................১৩
ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম ১৭

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

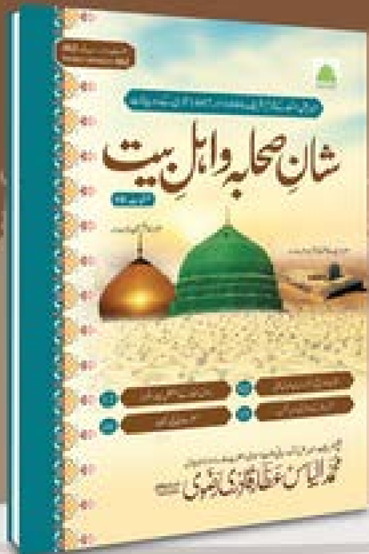

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net